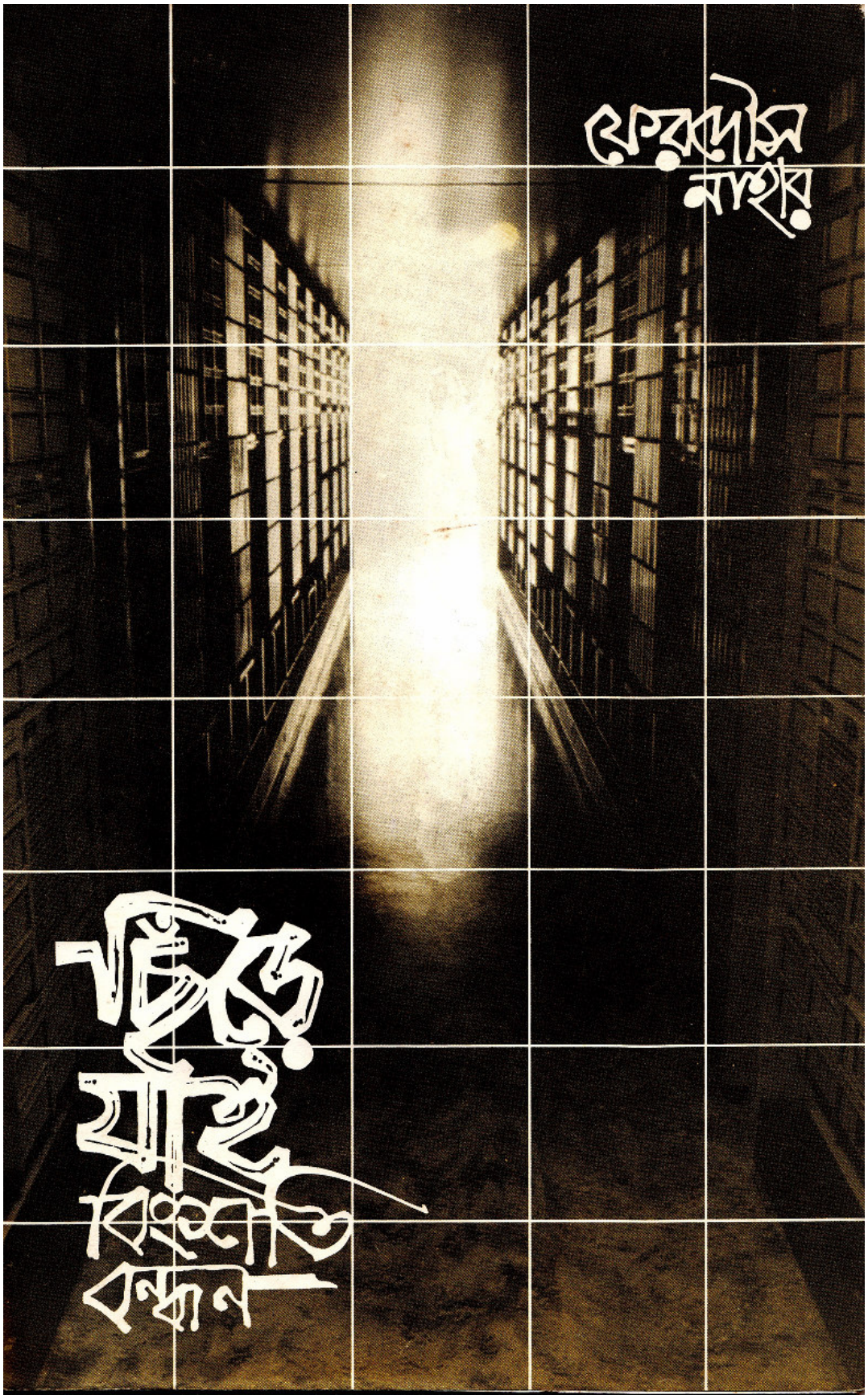

ফেরদৌসি নাহার
ছিঁড়ে যাই বিষণ্ণ বন্ধন

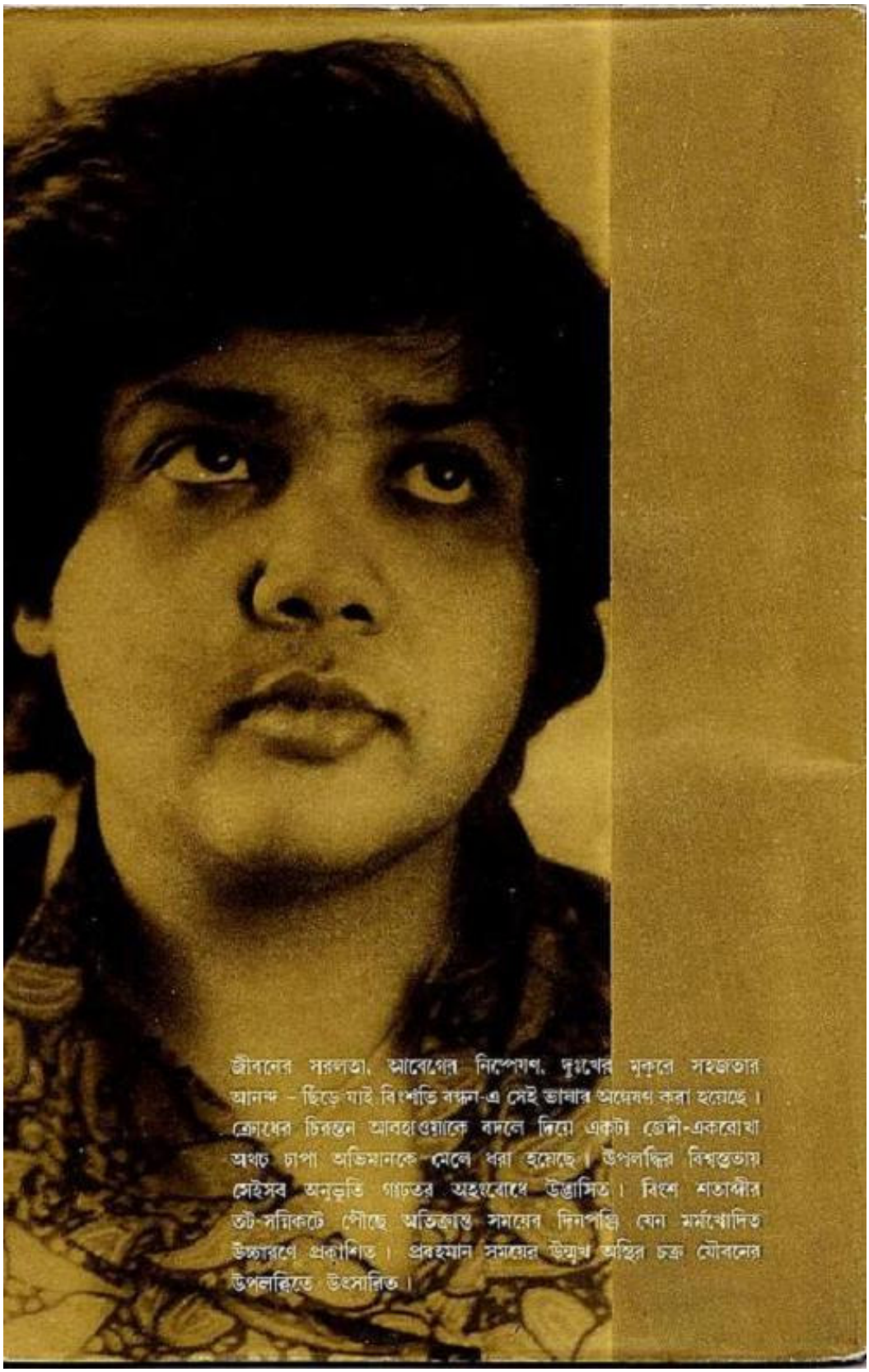

জীবনের সরলতা, আবেগের নিষ্পেষণ, দুঃখের মুকুরে সহজতার আনন্দ – ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধনী-এ সেই ভাষার অন্বেষণ করা হয়েছে। ক্রোধের চিরন্তন আবহাওয়াকে বদলে দিয়ে একটা শ্রেণী-একরোখা অথচ চাপা অভিমানকে মেলে ধরা হয়েছে। উপলব্ধির বিশ্বস্ততায় সেইসব অনুভূতি গাঢ়তর অন্তরবোধে উদ্ভাসিত। বিংশ শতাব্দীর তট-সন্নিকটে পৌঁছে অতিক্রান্ত সময়ের দিনপঞ্জি যেন মর্মবোধিত উচ্চারণে প্রকাশিত। প্রবহমান সময়ের উন্মুখ অস্থির চক্র যৌবনের উপলব্ধিতে উৎসারিত।

ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন

ফেরদৌস নাহার

জীবনের সরলতা, আবেগের নিষ্পেষণ, দুঃখের মুকুরে সহজতার আনন্দ-ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন-এ সেই ভাষার অন্বেষণ করা হয়েছে। ক্রোধের চিরন্তন আবহাওয়াকে বদলে দিয়ে একটা জেদি-একরোখা অথচ চাপা অভিমানকে মেলে ধরা হয়েছে। উপলব্ধির বিশ্বস্ততায় সেইসব অনুভূতি গাঢ়তর অহংবোধে উদ্ভাসিত। বিংশ শতাব্দীর তট-সন্নিকটে পৌঁছে অতিক্রান্ত সময়ের দিনপঞ্জি যেন মর্মখোদিত উচ্চারণে প্রকাশিত। প্রবহমান সময়ের উন্মুখ অস্থিরচক্র যৌবনের উপলব্ধিতে উৎসারিত।

চর্যাপদ প্রকাশন

ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন
ফেরদৌস নাহার

[স্ব]
বেগম লুৎফা সাত্তার

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা
ফাল্গুন ১৩৯২
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

প্রকাশক
চর্যাপদ প্রকাশন
৩৪৩ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা ১২০৫

মুদ্রণ
জাকির আর্ট প্রেস
৯১ বশির উদ্দীন রোড
কলাবাগান ঢাকা

আলোকচিত্র
নাফিজ আহমেদ নাদভী

প্রচ্ছদ
শাওন ফারুক

মূল্য
একুশ টাকা

উৎসর্গ

মা, আব্বাকে

কেটেছেঁটে বাদ দেবার আগ মুহূর্তে
আমি জানতে চাই- কোন পাখি উড়ে যায়
জীবনের কোনদিকে একা!

ফেরদৌস নাহারের প্রকাশিত অন্যান্য বই

কবিতা
সময় ভেঙ্গেছে সংশয় (নিখিল প্রকাশনী ১৯৮৭)
উলঙ্গ সেনাপতি অক্টোপাস প্রেম (নসাস ১৯৮৮)
দেহঘর রক্তপাখি (চর্যাপদ প্রকাশন ১৯৯৩)
সমুদ্রে যাবো অবিচল এলোমেলো (বিশাকা ১৯৯৬)
বর্ষার দুয়েন্দে (শ্রাবণ প্রকাশনী ২০০১)
উদ্ধত আয়ু (অন্যপ্রকাশ ২০০৯)
বৃষ্টির কোনো বিদেশ নেই (ভাষাচিত্র ২০০৯)
পান করি জগৎ তরল (অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০১০)
প্রবন্ধ
কবিতার নিজস্ব প্রহর (প্রত্ন প্রকাশ ২০০২)

ছিঁড়ে যাই বিংশতি বন্ধন

কবিতা সূচি

পুনর্বার ০৭
এমন নৈঃশব্দ্য ০৮
প্রাকৃতিক আঘ্রাণ ০৯
পাথর ১০
ধ্রুপদ ১১
ভাঙচুর ১২
অমৃত আনন্দ ১৩
জানালার স্বভাব ১৪
কুশ বালকের হাত ১৫
শিল্পের বেদ ১৬
প্রেম ও ইতিহাস ১৭
তৃপ্তি ১৮
জনপদে নিয়েছি ঠাঁই ১৯
নদীকে নদী ডাকতে ইচ্ছে করে না ২০
নীলক্ষুধা ২১
গন্তব্য ২২
উপবাসী কম্পন ২৩
মানুষের দাগ ২৪
সূর্য সাক্ষী ২৫
মানুষের নক্সা ২৬
লুকোনো জগৎ ২৭
চড় ২৮
দুর্ধর্ষ অহংকার ২৯
প্রাচীন ৩০
সমুদ্র উৎসব ৩১
কামড়ের দাগ ৩২
৩৩ অসম বোধ
৩৪ সামুদ্রিক ঝড়
৩৫ মিথ্যে রেখ না
৩৬ ডাক
৩৭ অবহেলা
৩৮ নাম
৩৯ ছাইভস্মের কাব্য
৪০ ঘটবে নতুন কিছু
৪১ আমার জন্ম
৪২ জলাশয়ে পতিতার লাশ
৪৩ শোকশয্যার গান
৪৪ তুমি হাসো তুমি কথা কও
৪৫ রোগ
৪৬ পূর্বসূরি
৪৭ অভাব আলোর দেহে
৪৮ ধুয়ে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে
৪৯ দত্তক সন্তান
৫০ অংশ বিশেষ
৫১ গতকাল স্বপ্নে
৫২ বিব্রত বসত
৫৩ পাতার মতো
৫৪ পথ ও পাথরের গল্প
৫৫ ঐতিহ্য জপ
৫৬ কোথায় আছি কেমন আছি
৫৭ আমার অগ্নি আমার জল
৫৮ হাতের তালুতে রূপালি জীবন

পুনর্বার

কেমন অচেনা বালক দোল খাও বাতাসে
তুমি ভালো আছো তো শহর নগরে
আমি তো পুরোপুরি চিনি না তোমাকে

গৃহস্থের পয়মন্ত হাতে ফলেছে সংসার
আমার অভিশপ্ত হাত কেবল সে-সব
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
অস্পষ্ট গভীর ক্রন্দন নিয়ে
আমার হাত কে পারে ফেরাতে?
উঠোনের অক্ষয় মাটিতে বালক বয়স
তুমি কি পার সে-হাত ফেরাতে?
ভয় নেই, আমি ঠিক ফিরে যাব
যদি তুমি পার খুব ফেরাতে।

সেখানে এখন বিদায়ের উৎসব
সারারাত ধরে সাজিয়েছি গৃহদোর
একটু পরেই আমি
সবকিছু ভেঙ্গে দেবো
হে অচেনা বালক
পারবে কি আমায় ঠেকাতে?

এমন নৈঃশব্দ্য

এমন নৈঃশব্দ্য আমি দেখিনি আগে
গভীরে পতন হলে
কে পারে বুঝতে
কিছুই জানি না আমি
কিছু কি জেনেছি আমি
নির্বিকার বিজন বনে
জেগেছি কি শুক্লা রাতে
নেশাখোর মানুষের মতো?
নদীর গহিনে কখনো
জ্যোৎস্নারা নেমে যায় একা
শূন্যতা ফুঁড়ে ফুঁড়ে
জেগে ওঠে নীল নষ্টব্যথা,
ব্যথারও বয়স বাড়ে
নির্জনে ঘর গড়ে গড়ে

নদীর প্রান্তে এসে
হায় কথা, কথা হয়ে গেলি!

প্রাকৃতিক আঘ্রাণ
(রক্তে যার মেজাজি চারণ)

আমার চোখের ভাষা পড়তে পারে
প্রকৃতির আদিম পশুরা,
পৃথিবীর প্রথম উপহার
কিছু বিকট রাবণ

আমার বুকের ভাষা বুঝতে পারে
প্রকৃতির অমল শিশুরা,
পৃথিবীর বিশ্বস্ত উপহার
কিছু সরল শাবক

আমার আর শিশুর মাঝে
ছবি গান সুবাতাস
মাতামাতি লুকোচুরি খেলে

আমার আর পশুর মাঝে
প্রাচীন ঐতিহ্যময় হিংস্রতা
হিস হিস শব্দে রয়ে রয়ে ঘোরে।

পাথর

কে?
আমি!
কি করছো এখানে?
ভালোবাসার নামে পাথর ভাঙছি।
কতটা?
একটি মহাদেশকে গড়বার মতো পাথর
একটি মহাসমুদ্রকে ঢেকে ফেলবার মতো পাথর
সহস্র ভাস্কর্য সৃষ্টি করবার মতো পাথর
ভাঙছি ভাঙছি ভাঙছি..... ।

ভাঙতে ভাঙতে হাত ভেঙ্গে গেছে
তবু হাতকে ভেবেছি হাতিয়ার
কাঁদতে কাঁদতে চোখ ভেসে গেছে
তবু চোখেই দেখেছি তৃষ্ণা
সাধতে সাধতে বুক ফেটে গেছে
তবু বুকেই রেখেছি সাধনা।

আমি কি ফুরিয়ে যাব?
আমি তো ফুরাই না!

ধ্রুপদ

যদি ফিরিয়ে দাও তবে দু'ঠোঁটে সুদীর্ঘ শিস ভেঙ্গে ভেঙ্গে
চলে যাব রাত্রির নিঃশব্দ দরজা দু'পাশে ফেলে,
পুরানো দিনের কোন গান বাজবে বাতাসে
সনাতন ব্যথার ভারে খানিক যাব হয়তো নুয়ে
তাতে কী? অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে
জলের কাঁপন কে আর দেখেছে কবে!

ছন্দ-সুর ঠিক রেখে আমার তো কোনদিন
হবে না যাওয়া অনবদ্য তোমার ওই রূপের কাছে,
নদীর মতো হয়তো গড়িয়ে যাব দূরে
পাড় ধরে কত আর অহংকারে হাসবে?

স্বচ্ছ জলের শব্দে জেগে ওঠে একটুকরো কথা
ভেসে আসে দিনান্তের সবশেষ নীরবতা
আমিও নদী হয়ে তেমনি কিছু ভাবি
জলতরঙ্গ শব্দে মেতে প্রগাঢ় গন্ধ মাখি
বলতে পার কি নদী অভিমানী না বিরহী?

ভাঙচুর

কবিতা ছিঁড়েছি
প্রতিমা ভেঙ্গেছি
দগ্ধ করেছি হাত
বুকের শব্দে নিঃস্ব হয়েছি
মাটিতে কেটেছে রাত।

ভোরের ঘুম তো কখনো ভাঙ্গেনি
সারারাত গেছে জেগে
বিষ-রক্তের বন্যা তুলেছি
অট্টোহাসিতে মেতে।

দু'চোখ বেঁধেছি
দু'হাত মুড়েছি
নীলব্যথা বুক জুড়ে
কবিতা-প্রতিমা কখন গড়েছি
ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভেঙ্গেচুরে।

অমৃত আনন্দ

ছোট বড়ো সবুজ টিলা
ঘাসের আচ্ছন্নতায় মন্ত্রমুগ্ধ
কিছু শিল্পী সেখানে
বুকে হেঁটে, পায়ে টেনে
বহুদিনে পৌঁছাল।
কিছু জাত বেজাত
মাতোয়ারায় গড়াগড়ি খেল।
সাদা সাদা পোশাকে
সবুজ আলপনা এঁকে
চুমু দিল বন্যঘ্রাণে
না দিলেও পার তো
কারণ কিছু শিল্পী
জন্মতই বোকা বলে
সবুজে লেপ্টানো।
কেউ সেখানে আনমাতেই
রঙতুলি ছুঁড়ে ফেলে
কেউবা খাতা কলম,
বেজন্মার মতো
পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে
গড়াতে গড়াতে কোন সুখে
ছিঁড়ে ফেলে বুক!
আষাঢ়ের শেষ দিকে
নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসে
ভিজে ঘাসে তারা
চুপিচুপি ডুবে গেল
কিংবা শোক নিল যেঁচে
কেন নিল
কেউ তা জানল না।

জানালার স্বভাব

এই জানালার একটাই রোগ
শুধু খুলে যেতে চায়,
আমি তো জানি, ওপাশে তোমার ঘর
জানালা খুললে কেমন আলোর শোক
তাইতো বন্ধ রাখি এর কপাট
ততই ক্ষুব্ধ হয়, খুলে যায় বদ্ধ বিন্যাস।

তোমার কোন দোষ নেই
যত দোষ আমার।

খুঁজে খুঁজে এখানেই এলে শেষে তুমি,
মরচে পড়া বসন্তের শেষ পাতাটা তুলে
আমার দিকে বাড়িয়ে দেবে জানি,
তাইতো বন্ধ জানালার কপাটে
মাথা ঠেকিয়ে বলি-
খুলিস না, খুলিস না
খুলে যাস না তুই
হে গোপন জানালার হাসি।

কুশ বালকের হাত

একটি থমথমে অন্ধকারে আমার চোখ
কেমন আটকে থাকে, আমার দু'হাত।
টানাবারান্দার ছমছম চলাচল কানে আসে
কঠিন কোন প্রতিমার ভেঙ্গে পড়ার ইতিহাস
লিখা হচ্ছে ওখানে .....।
ঘুমন্ত শিশুর বুকে হাত রাখি
হামু দিয়ে দেখি ওর ঘুম
কী অপরূপ, নিঃশ্বাসের তালে তালে
পরমায়ু লিখে চলছে যেন।
কালো পাথরের সিঁড়িতে নিঃশব্দ
নেমে আসি একা
হাত পেতে হাতের রেখা দেখি
রেখাগুলো এখানে স্পষ্ট দেখা যায়
অন্ধকার আর ভাগ্যের সাথে
এত যে মিল থাকতে পারে, জানা ছিল না।
চকচকে আধুলি গড়ানো দিন
এসে এসে থেমে গেছে এই সিঁড়িতে,
প্রতিমা প্রতিমা বলে একটানা চিৎকার
ধাক্কা খেয়ে ফিরে ফিরে আসে
ভেঙ্গে পড়ে মানুষের চলাচল
প্রেম সাধ সাধনার অশান্ত কল্লোল।

ছমছম চলাচল কানে আসে
শিশুর ঘুমন্ত নিঃশ্বাস,
দীর্ঘায়ু পা ফেলে ললাটের ভাঙ্গন
হেঁটে হেঁটে ক্রমশ দীর্ঘ হয় আরো,
ভবঘুরে দু'টি পায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়
চারদিক কাঁপানো কোন নৈঃশব্দ্যের বালক।

শিল্পের বেদ

মাইল মাইল দূরে
নিয়ে যায় শিল্পের স্রোত।
ঘরদোর উন্মনা
তোমাদের লজ্জিত শ্লোক।
আমি ভালো, তাই নিয়ে
আমি আছি ভালো,
জড়াজড়ি
ও-চুলের অঙ্গনে বেশ।
ছিলাম বেহায়া আদম
যোগাসনে ক্লেদ
খরখরে শোকাবহ
শিল্পের বেদ।

প্রেম ও ইতিহাস

প্রেমের কবিতা লিখতে লিখতে আঙ্গুল ক্ষয়ে গেছে
তবু প্রেম তো আসেনি
এসেছে বন্যা, এসেছে দুর্ভিক্ষ, এসেছে মহামারী
প্রেমের বাজারে তখন বেশ্যারা বিক্রি হচ্ছে
সামান্য আনাজের মূল্যে।
গণকবরের মিছিল গুনতে গুনতে
যে ছায়ায় বিশ্রাম নেব ভাবি
সেখানেও দালালের ঘোরাঘুরি
যেন জোর করে নিয়ে যাবে গরুছাগলের হাটে।
শতাব্দীর কঠিনতম পরীক্ষায় নেমেছে মানুষ
হয় প্রেম নাহয় প্রতারণা
হয় প্রেমিক নাহয় প্রতারক
এই মানুষের হাতেই ঘুরছে ইতিহাসের চাকা
এই মানুষই বদলে দিচ্ছে বেঁচে থাকার ভাষা
প্রেমের কবিতা লিখতে লিখতে
ক্ষয়িষ্ণু অন্ধকারে নিজেকে জড়াই
কবরের ঠাণ্ডা অন্ধকারে আজো জেগে আছি,

মানুষ আজো মানুষ এই তার অহংকার
মানুষ আজো মানুষ এই তার সর্বনাশ!

তৃপ্তি

চমৎকার লাগছে সব
বুনানো জীবনজারি
এত কী ভাবনা এখন
চমৎকার লাগছে আমার
পিপুলের বৃক্ষ হ'তে।
বন্যের ফল ঝরে
নিঃশ্চুপ বাগানে
হাত পেতে কান পেতে
নেব না এখন
চমৎকার লাগছে আমার
হারাতে এ-সব।

কখন বয়েছে বেলা
পশ্চিম আকাশে মেঘ
চন্দন সুঘ্রাণে ভাসে
দূরাগত দৈব প্রেম,
এখন নেব না কিছুই
সবকিছু হারাব সেধে
চমৎকার লাগছে আমার
এতটা প্রমাণ দিতে।

জনপদে নিয়েছি ঠাঁই

এখন বোধের সীমা অতিক্রম শেষে কিছুটা থমকে দাঁড়াই
আকাশে উড়ছে মেঘ ঘননীল আবছা আঁধার
সেখানে চোখ তুলে কিছু পাই উদাসীন তোমার দীর্ঘশ্বাস।

এ-পৃথিবীতে আমাদের যত প্রণয় একে একে কোথায় হারায়,
যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ক্ষুধার্ত
জনপদে লিখে গেছি ক্ষুধিতের ইতিহাস
আর্তচিৎকার আর মানুষের কোলাহল সবকিছু মিশে গেছে
জীবনের আর যা বাকি সেইখানে কী দিয়ে সাজাই প্রণয়?
অজস্র সাজানো বাগানের মতো নয়
বাহারি ফুলের রঙ নয় এ-সময়।

প্রণয় পেয়ালা হাতে যতবার গেছি কাছে
ততবার ভেঙ্গে গেছে সাজানো গেলাস
প্রেম নেই, হাসি নেই, তবু আছি
নিমগ্ন ক্ষুধার ভেতর ডুবিয়ে হৃদয়।
পাথরে তীব্র আঘাত হানি- পাথর নড়ে না
কেবল নিয়তির ক্ষয় বাড়ে দিন দিন
খুব করে ঝাঁকিয়েছি মানুষের কপাট
কপাট ভেঙ্গেছে তবু মানুষের দেখা নেই।
ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষর দিয়ে লিখা হবে না এ-সবের কোন কিছুই
তবু জীবনের বাইরে নয় সময়ের ভেতর একটু একটু করে বেড়ে ওঠা
নিঃসীম অন্ধকার হাপর নাড়ায়।

বুক ফেটে চৌচির নগ্ন-নগরে মানুষের শোকের মিছিল যায়
প্রতিদিন কোন না কোন চোখ অশ্রু গোপন করে
এভাবে চলবে কতদিন, এভাবে চলে না কিছু
তবু চলে আমাদের নিষ্পেষণ ক্রান্তিকাল দুর্ভিক্ষ আকাল আর
বিশ্বাসের মাঝে ছোট্ট একটু ফাটল নিয়ে প্রণয় হাতরে মরা অতৃপ্ত খেলা।

নদীকে নদী ডাকতে ইচ্ছে করে না

মাঝে মাঝে মনে হয়
নদীকে নদী নয় সারথি ডাকি
জলের রথ নিয়ে ছুটে যাওয়া
ছুটে যাওয়া ভঙ্গিমায়
ঢেউয়ের মৈথুন গুনি,
করতলে জল ধরে
শব্দ করে হাসি
নদীকে নদী নয় সারথি ডাকি।

কী তোমারে দেই বলো
জলে ধুয়ে নগ্ন উপঢৌকন
এঁকে দেই নক্সা কেটে
সারথির যৌবন ঘেটে
আর নয় সনাতন সমুদ্র ফাঁকি
নদীকে নদী নয় সারথি ডাকি।

নীলক্ষুধা

কবিতার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে একজন কবি
কেবলি দাঁড়িয়ে থাকে নিজস্ব ভূমিতে,
সফলতা অঙ্গিকার সে-যেন অন্যজনার
আরাধ্য নিকেতন, ভৌগলিক আকর্ষণ,
যাবতীয় নির্বাসন এ-কবির নয়
সব তার- তবু নয় সবটুকু একজন কবির।

হৈ চৈ হট্টগোল অতিথি জীবন
গুনে গুনে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে
বিশাল সব ঘরবাড়ির মাঝে কেমন
ফাঁকা বিষণ্নতা উঁকি দেয় গানের মতন
শুধু বৃষ্টি ঝরে, শুধু চৈতি পাতা ঝরে
শহর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে কবি।
গলার স্বর ভারী হয়ে আসে
গুটানো পর্দায় জমে হিম চিহ্নহীন
কান্নার দাগ নিয়ে দুই গালে
বেজন্মার মতো একজন কবি খুব কাঁপে
পুনর্বার বয়ে যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস
দুবঘাস স্মৃতিমগ্ন দৃষ্টিহীন সাধ।

সব উপেক্ষা যেন একজন কবির
উপমাহীন জীবনের যৌথ হাঁটাহাঁটি
একদিন ভিখারির মতো একা হয়ে যায়
শব্দের কারুকাজ এ-জীবন ছোঁয় না কোনদিন
শুধু বয়ে বেড়ায় ক্ষয়ক্ষতি, অভিমান
বিস্ময় বিতৃষ্ণার ভেজাঘাট
নদীতে ভেসে যাওয়া ঘোলাজ্যোৎস্না
তুমুল নষ্টচাঁদ।

গন্তব্য

ভেতরে পৌঁছতে আর কত বাকি!
সমগ্র জীবন ধরে নাড়া দাও
কাগজের নৌকা ভেবে
জল থেকে তুলে নাও হাতে
সারাদিন ঘরে বসে কী সুখ পাও
একবার বলে যাবে কি?

ঠাণ্ডা মাথায় এখন খুন করি
নিমগ্ন মানুষের মুখ এবং
পাখিদের নিষ্কাম খয়েরি অসুখ।
হিমজলের নদীতে নেমেছি
সাঁতার কাটব বলে একাকী
ভেতরে পৌঁছতে আর কত বাকি!

উপবাসী কম্পন
(পরকীয়া আহ্লাদে যে প্রণয় বিষামৃত গ্রহণ করে)

তুমি তো কুমারী নও
তুমি তো অনাঘ্রাতা নও
তুমি তো অসূর্যম্পশ্যা নও
তুমি সতী, তুমি সতী
বলে সে চিৎকারে দু'বাহু উত্তোলন করে
সমূলে উৎপাটন করল প্রিয়নারী!
চোখ ছেনে টেনে আনল সহস্র বৃষ্টিকণা
মাতাল মহুয়ায় দিল সংগীতের ধারা
সমস্ত অবয়ব উথাল-পাথাল করে পেয়ে গেল
একশমানিক যেন রত্নাকর প্রভায়।
খুনসুটি খেলা নয় অন্যএক অপূর্ব প্রহারে
জাগাল বুকের তলে অশাস্ত্রীয় প্রণয়লীলা
তার হাতে ভেঙ্গে পড়ল অশুচির বাঁধ।

সেই ভালো, সেই ভালো
বলে সে আকাশ-পাতাল মাতাল করে দিল,
তোমাকে নিলাম, তোমাকে নিলাম জীবনে
রাখলাম এইখানে অকুণ্ঠ কীর্তির স্বাদ
তুমি সতী, তুমি অব্যর্থ আরতি
আমি সব জানি আরক্ত নয়নের খুটিনাটি।
বর্ণনার অধিক দাও বর্ণিত বেদনা
প্রচ্ছন্ন কথার ফাঁকে গুঁজে দাও দীর্ঘায়ু ব্যথা
এতকিছু দেবার পরও তুমি সতী,
তুমি সতী- বলে সে চিৎকারে জানাল
নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারীর সবশেষ যাত্রা

যেতে যেতে বলে গেল,
এইখানে নিয়ে গেলাম তোমাকে নারী
ওইখানে রেখে গেলাম স্মরণের রাত্রি
দিনান্তের ছিন্নভিন্ন ধ্রুব-যন্ত্রণা,
তোমাকেই দিয়ে গেলাম
উপবাসী জীবনের সমস্ত বেদনা।

মানুষের দাগ

ঝরে বিষ, ঝরে বিষ
আজন্মের বৃক্ষলতা হতে
জলমগ্ন নাবিক শুধু
সদ্যজাত স্তন সাঁতরায়।
ফসল উঠেছে বেভুল
গলিত ললিতকলা মঠে।

আহা আনন্দ,
বিনম্র বিক্ষোভ কাঁধে
চলে যায় স্নানাহারে
কতকাল এমনি পলাতক।

বাড়ছে বয়স যত
বাড়ছে না চৈতন্যের ঘ্রাণ,
ঘষামাজা পাথরের
অকিঞ্চিত মসৃণতায়
লেগে নেই মানুষের দাগ।

সূর্য সাক্ষী

যদি সূর্য হতাম
তাহলে তোমাকে পোড়াতাম দহনে
আমাকে অস্বীকার করবার আনন্দ
ধূলিসাৎ করে দিতাম পীড়নে
নিমেষে শুকিয়ে যেত ভরানদী
মোহনায় ছুটে যাবার আনন্দে যে উচ্ছ্বসিত।

কতদূর পালিয়ে যেতে
পৃথিবী আচ্ছাদিত সূর্যে
সূর্য সে সর্বত্রগামী, অবধারিত
আলোকে অস্বীকার করে কার সাধ্যি!

জামার বোতাম খুলে আলো ঢুকে পড়ে
জানালার কপাট খুলে আলো ঢুকে পড়ে
চোখের পর্দা খুলে আলো ঢুকে পড়ে
পোড়ায় না সবকিছু, পোড়াব তোমাকে

তোমার ভেতরে ঢুকে
তোমাকে তচনচ করে ধরাব আগুন
পুড়ে যাও পুড়ে যাও
হে প্রিয় মৃত্তিকার পুতুল।

মানুষের নক্সা

যেদিন মানুষেরা ভুলে যাবে পরিচয়
সেদিন আমি মানুষ ছেড়ে চলে যাব দূরে
শোক নয়, আগুন ছড়াতে ছড়াতে দু'চোখে
জেনে যাব মানুষের অপর নাম-
ভুলে যাওয়া, ভুলে যাওয়া।
কষ্টকে কষ্ট নয় অন্যকোন বিষয় মনে করে
পথ-ঘাট-প্রান্তর কাঁধে আমি যাব চলে
অঙ্গিকারে অঙ্গিকারে ভাসিয়ে দিয়ে যাব
মানুষের রক্তাক্ত মানচিত্র
আর ফিরব না- চূড়ান্ত দৃঢ়তায় ছিঁড়ব বন্ধন।

তবু কি ভাববে কেউ-
আমি আসব, আমি আসব
আমি আসব ফিরে
গাঢ় কোন অন্ধকার ভেঙ্গে
খান খান করে দিতে শিকল সময়!
যদিও আসব না ফিরে
(ফিরলেই মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যাবে)
তবু যদি আসি ফিরে তবে কোথায় লুকাবে
মিথ্যে চোখ, ছেলেখেলা, ইয়ার্কি যত!

ফিরবার নাম করে কেউ আর ফেরে না জানি
আমিও ফিরব না, তবু মনে রেখ
মানুষের পরিচয় শেষ হবে বলে
আমার এই প্রস্থান রক্তাক্ত বুকে
জীবনের যেখানে দাঁড়ানো থাকে সারিবদ্ধ সুখ
সেখানেই শূন্যতা মেখে নিয়ে
আমি যাব চলে
মানুষের নক্সা সব জলে যায় ধুয়ে।

লুকোনো জগৎ

যখন চলে যাবে এই নগরী ছেড়ে
কিছু দুবঘাস আপনাতেই কেঁদে উঠবে
কিছু মানুষ বুকের বামপাশ ধরে বসে পড়বে।

একদিন দেখা হয়েছিল লবঙ্গ নদী তীরে
সেখানে পাখিদের বসবাস হাওয়ার ঘোরে
এভাবেই ওরাও চিনেছে সুখ
যেখানে যত পরাজিত দুঃখ ছিল।

পায়ে পায়ে লেগে আছে নরম মাটি
নদীপারের আবহমান পরম সাথি
চিহ্ন ধরে যাবে চলে
নগরীর বিশাল সব আয়োজন ভেঙ্গে,
তোমার সাজানো ঘরে কত আলো
কত সুখ, ঠাণ্ডা স্বরের মতো কত প্রেম
একদিন ঠিক ঠিক জেনে যাব আমি,
কিছুই থাকে না গোপন
চিরদিন ভালোবাসা জেনে যায়
লুকোনো জগৎ ।

চড়

দু'ধরনের স্বভাব নিয়ে আমরা দু'জনা
একদিন এক উপত্যকায় গেলাম।
আমি খুব একাগ্র দেখছিলাম নির্জনতা
তুমি খুব হৈ হৈ শব্দ করে
এদিক সেদিক দৌড়ে মেরেছিলে চড়!
সম্পূর্ণ উপত্যকার গালে
পাঁচ আঙ্গুল বসে গিয়েছিল,
ধুলো উড়ছিল আগে আগে।
সেদিনের সেই অভিনব বিকেল
অভিমানে বসে ছিল চুপ!
আমার স্বভাবকে ভালোবেসে
কানে কানে বলেছিল- দস্যু ও
ওর সাথে কেন এলে এখানে
কতবার ও যেন ভেঙ্গে গেছে
কারো কারো মন!

মাজাঘষা স্বভাবের দাস না হয়ে
তুমি খুব এলোমেলো হো হো হাসিতে
ভরেছিলে উপত্যকার বিজন বুনোন,
দু'হাত আকাশে তুলে চক্রাকারে ঘুরেছিলে
তারপর ঠাশ ঠাশ নিজেকেই মেরেছিলে চড়।

দুর্ধর্ষ অহংকার

আমি নই ভাড়াটে খুনি
আমার যা সাফ সাফ
নিতান্ত পরিস্কার প্রস্তাব
সরল জলমূলে ঘরদোর গড়া।

আমার যা না-বলা
অনন্তে অর্পিত শ্লোক
তাই নিয়ে সরে যাও
উৎকট পতঙ্গরাজি।
আমি নই ভাড়াটে খুনি
জলমগ্ন কৌমার্য হরণকারী
অন্যরকম বিদ্যালয়ের প্রহরী।

আমি অতিসাধারণ
বিবরে বক্ষ দিয়ে
শুষে নেই রোগ,
বরষার নষ্ট ফসল
তুলে আনি ঘরে,
প্রকাশ্য দিবালোকে
মর্মঘাতী মিছিলে ছুড়ি
পাটকেল।
ঈগলের ছায়া ফেলে
সোজাসুজি বলব ঘটনা-
আমি নই ভাড়াটে খুনি
কিংবা ক্লিন্ন প্রতারণা,
আমি অতিসাধারণ
অন্তরঙ্গ ছুরি দিয়ে
ছিঁড়ে ফেলি নিষিদ্ধ নীলিমা!

প্রাচীন

দিনযাপনের পদ্ধতিটাই এমন তেমন
মানুষ হাসে মানুষ কাঁদে যখন তখন,
আকাশ ফেটে বর্ষা নামে স্রোতের মতন
শিক্ষিত হাঁস উড়ে গেলে বুকের ভেতর
স্বপ্ন-সাধের ইচ্ছেগুলো মাখবে আঁতর।

আমি কেবল ভালোবাসায় প্রাচীন হয়ে
তোমার ভেতর জাগিয়ে দেবো দুখের আদল
প্রাচীন থেকে প্রাচীন আমি পাথর চিনে
ঘুমন্ত খুব কেঁদে যাব ঘুমের ভেতর।

সমুদ্র উৎসব

দু'যুগ খুঁজেছি যারে নীল হওয়া বিষে
সে কি বুঝবে যত বিষ সঙ্গীতে
ততটুকুই আমি পান করেছি?

তার দিকে চাইলেই ভরে উঠি, শুন্য হই
রৌদ্র কি বৃষ্টির কাহিনী জানে?
ঠোঁটের অপর পিঠে লুকোনো কথা
আমার এই চোখ দুটো শুনবে বলে,
দিনরাত রাতদিন
ঠোঁটের দুয়ারে এসে চুপচাপ থাকে
প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় গাঢ় স্তব্ধতা আঁকে
নৈশব্দ্যের সাদা ছানা বুকেতে চাপে।

দুইযুগ চেয়েছি যারে ব্যথাভার বুকে
সে কি কেবল বন্ধু বলো, বন্ধুত্বের ঝোঁকে?
সঙ্গীতের ছায়াময় মসৃণ করতলে
আমার এই পাপবিদ্ধ মুখখানি দিয়েছি তুলে
কুয়াশার ব্যান্ডেজে বেঁধেছি ক্ষত, তবু
অহংকারের চন্দনে সে যেন সাজানো।

তার ঠোঁট নড়ে উঠলে বেঁচে থাকা বাঁচে
তার গান ভেসে এলে অস্থির হাঁটাহাঁটি কমে
তবু যেন সে অপূর্ণ পূজো যত আমাকেই দেবে
দু'যুগ প্রতীক্ষার অলিন্দে কাটল বলে
সে যেন ঠিক করেছে উৎসবহীন সমুদ্রের বুকে
এইবার ঝিনুকের সঙ্গীতে ঈগলকে মাতাবে।

কামড়ের দাগ

এই যে তুমি শুয়ে আছো তন্দ্রার অসম ঘোরে
রোজ ভোরে ফুল দেবো তোমার নম্র পায়ে
তুমি শোও অনিঃশেষ পথের প্রান্তে
হাঁটু মুড়ে চেয়ে দেখি তোমার দেহ কেমন
ফুলের মতো ফুটে আছে!

কাল ভোরে এরকম লাগল না যে!
তবে কি শুকিয়ে গেলে বৃন্তের মূলে,
ফুরিয়ে গেলে কি তুমি অশুদ্ধ ঝড়ে?
এইক্ষনে ফিরিয়ে নিলে মুখ দারুণ স্মরণে
শোকদগ্ধ চোখ আমার কেমন সরে যায়
অচেনার মতো লাগে নীল চোখ, আকাশের রঙ
আমি এখন ছিঁড়ে ফেলি যাবতীয় সংশ্রয়
পরিধানের অযোগ্য প্রিয় পুরানো ফ্রক।

অসম বোধ

একজন পুরুষের ক্রীতদাসী এখন তুমি
অথচ একজন মানুষের প্রেমিকা ছিলে।
একদিন ভোরবেলা বাগানের ফুল ছিঁড়ে
সাজালে ফুলদানী
একজন মানুষ খুব চমকে উঠেছিল,
একি! একি করলে তুমি!
এখন তখন সাজালে সেই ফুলদানী
একজন পুরুষ খুব মুগ্ধ হয়
প্রফুল্ল উচ্ছ্বসে বলে ওঠে- বাহ বেশ তো
সাজাবে তো আরো তুলে আনি!

একজন মানুষ আর একজন পুরুষের ব্যবধান
যতদিন না বুঝবে তুমি
ততদিন শোকগাঁথা লেখা হবে
মেঘেরা মরুভূমি পার হয়ে চলে যাবে
তবু দেবে না একফোঁটা জল,
বৃষ্টির দু'হাত জড়িয়ে প্রার্থনা দিলেও
সে শুনবে না খরার কাঁদন,
বনভূমি ধূসর ম্লান মুখে চেয়ে রবে
ঋতু বদলের মৌসুমে মৌসুমে,
পাখিরা নীড় গড়ার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে
উড়ে যাবে পৃথিবীর একশ আকাশে।

একজন মানুষের প্রেমিকা ছিলে তুমি
একজন পুরুষের ক্রীতদাসী,
তোমাকে কী দিয়ে বোঝাব
ঝর্ণার গোপন ঠোঁটে রাখা আছে
সহস্র চুম্বনরাশি।

সামুদ্রিক ঝড়

কতজন চলে গেল আকাশের বুকের ভেতর
সেই অজ্ঞানতাই ছিল আমার প্রথম চেতনা।
অলৌকিক চোখ জুড়ে ঝরছে
বিটোফেনের পিয়ানোর স্বরগম,
ক্লান্তির অনন্ত দাগ ফেলে আমার
কঠিন হাত ছুঁয়ে যায় রাতের আকাশ।
রাজাদের ঝকঝকে পোশাকে কেঁদেছিল
সারাটা শহরময় ঈশ্বরের দূত।

সার্কাস শেষে এক নর্তকী ক্লান্ত-ঝিমায় বসে
ক্লাউনের পাশে।

মিথ্যে রেখ না

তুমি, কষ্ট করে একটু না হয়
স্তব্ধ হলে।
আকাশ বাতাস মাতাল করে
কী আর হবে!
কী আর হবে?
আমার কথা রাখলে কেন
চৈত্রদিনের শ্বাস-প্রশ্বাসে
মাংস পোড়ার গন্ধ ভাসে
কৃষ্ণচূড়ার আশেপাশে।
ঘুড়ির সুতো একটু ছেড়ে
গুটিয়ে নেবার বাসনাতে
আমার আকাশ কেমন যেন
হৈ হৈ হৈ শব্দে মাতে।
খুবসে হাসে, খুবসে কাঁদে
এই পৃথিবীর মাথার উপর
ঝরাপাতা উড়িয়ে হাওয়া
বদ্ধ শিকল ভেঙ্গে ফেলে।
শরীর থেকে ক্ষতের ছায়া
ছড়িয়ে পড়ে সাথে সাথে
কেন তুমি স্তব্ধ হলে
কেন তুমি স্তব্ধ হবে!
আমি, নষ্টস্রোতের রক্ত মেখে
এই ইতিহাস
তোমার দিকে ছুঁড়ে মারি
এবং
হাততালিতে ভেঙ্গে ফেলি
বন্দিদিনের প্রতিচ্ছবি।

ডাক

আমি চলে যাচ্ছি, তুমি দরজাটা বন্ধ করো
আমি চলে যাচ্ছি, তুমি আলোটা নিভিয়ে ফেলো।

এমন অনুরোধ হয়তো করিনি আগে
তবু পাথরে গড়াতে গড়াতে আজ
এইসব অনুরোধ অন্যরকম লাগে
সরিয়ে দিতেই হাত মেঘেরা মাথা তুলে দাঁড়ায়
প্রতিবাদ জানায় একসাথে।
এ-জীবনে কখনো যার পাইনি দেখা
তার কথাই বার বার মনে আসে
কোনদিন অসাবধানতায় তার ছায়া
আমাকেই পিছু ডেকে মরে।

আমি চলে যাচ্ছি
দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত হব হয়তো
নৈঃশব্দ্যের আঙ্গুল ছুঁয়ে নির্জন সন্তান হব
আমার পোশাক তখন মাটিতে গড়ায়
ভরা কলস, সাজানো গৃহ সব ভুলবে আমায়।
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সন্ধ্যাবেলার গাঢ়ঘুম
দু'চোখে নামিয়ে, সরু কাজলের টানে
আমার এই আত্মভোলা অভিমান
কারো দিকে তুলবে না আঙ্গুল।
দীর্ঘশ্বাসের ঠোঁটে রবে না তৃষ্ণা
পীড়িত আলিঙ্গনে শব্দহীন হব
পৃথিবীর লক্ষকোটি পথের
কোন-না-কোন এক পথে
পায়ে পায়ে চলে যাব ...

দরজাটা বন্ধ করো
আলোটা নিভিয়ে দিও তুমি।

অবহেলা

এই যে আমার দাঁড়িয়ে থাকা ব্যথা
এই যে আমার প্রহরগুলো একটু একটু
ভাঙছে নীরবতা
তারে নিয়ে যেমন খুশি সাজাও তুমি
আস্কারাহীন মেঘের প্লাবন ঝড়ের অপূর্বতা।

জলের মাঝে একটি ছায়া জল-টলমল কাঁপে
একটি পবন আস্তে করে শুনিয়ে গেল-
ছায়া এখন ভেঙ্গে দেবো ছায়ার অভিশাপে!
উদ্বাস্তু বুকের পরে গোপন হাতের খেলা
পরশ দেবার আগেই দিল
শানবাঁধানো ঘাটে বসে নিকস অবহেলা।

আমার এই হলো গো আকাল বড়ো
এই হলো গো কাল,
যেখানেতে দাঁড়াই গিয়ে সেইখানে জঞ্জাল
ঘিরে ধরে আপন করে নিরেট গালাগাল।

নাম

আমি কি এমনই মানুষ
যে মানুষ তোমাদের দিকে চেয়ে
তোমাদের বলি- ভয় নেই, ভালো আছি
ভয় ভুলে গেছি!

হেমন্তের ক্লান্ত দুপুরবেলা
ফিরে আসি লোকালয় কোলাহল হতে,
আমি কি এমনই মানুষ
চিরকাল চোখে চোখে
নিজেকেই করে গেছি দোষী!
কোরাসের মতো সেই শব্দ আসে কানে
যার নাম অলিখিত দৈব গানে গানে
ভীষণ উতল ঘর
ঘর কি পরের মতো টানে?

একটুও করুণা নেই
নেই ঝড় বাঁশের বনে
তবে কেন সপাং সপাং কঞ্চির বাড়ি
ক্ষেপে ওঠে নিষ্ঠুর শরীরে!
আমি কি এমনই মানুষ
কারণহীন জেগে উঠি অশরীরি বুকে
দুহাত বাড়িয়ে দেই নিঃসহায় শোকে,
পত্রহীন এইদিন কেটে যাক
আমার মানুষ অবয়বে,
ভুলে গেছ যেই নাম সে-নামের অক্ষরে
কী যায় আসে!

ছাইভস্মের কাব্য

তুমি আর মনে করো না সেইসব কথা।
আমি ভূতের মতো খুব ভিজে ভিজে
বিদ্যুতের রাতে তোমার জানালায়
দাঁড়িয়ে আছি
এই দেখ, আমি কেমন একা
এ-ভাবেই কেটে গেছে বৃষ্টির রাত্রি।

রোদ হলেও আমাকে পাবে না তুমি
আমি খুব পুড়েটুরে একাকার হয়ে
ভস্মছাইয়ের মাঝে পড়ে আছি
আমার আর কিছুই সয় না,
আর তুমি মনে করো না সেইসব কথা।

কথারা তো আসবেই-
কখনো ভেসে ভেসে, কখনো হেসে
আবার কখনো-বা বড়ো কেঁদে,
তাদের মনে করা নিয়ে তুমি কষ্ট পাবে
তা কি হয়?
আমি ভূত, আমি ছাই
আমাকে বাতাসে উড়িয়ে দাও
তাহলে বেঁচে যাবে সহস্র কথার বাঁধ।

ঘটবে নতুন কিছু

খুলেছ একটু করে
দারুণ তপ্ত ব্রত
তুমিও বেসেছ ভালো
একটি গোপন সিঁড়ি।
প্রায়ই ভুলে যাই
কী ছিল বলার বাকি
তুমিও কেন্দ্রে ঘোর
পুনর্বার রিক্ত আঁখি।
নেশাখোর কেউ খুব
দুয়ার ধরেছে রাতে,
দুয়ার তো তোমার বুকে
একটুও খুললে নাযে!
ঝাপসা ঝাপসা ধ্বনি
প্রতিধ্বনি হয় নাকি
দুয়ার খুলে দাঁড়াও
বুকফাটা শব্দের আগে!

আমার জন্ম

ক, আমার কোন নিজস্ব আকাশ নেই
সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত
ভাগাভাগি করে আকাশ দেখি।
গভীর রাতে একটি এরোপ্লেন
ঘুমের ভেতর বড়ো বেশি
শব্দ তুলে ছুটাছুটি করে।
আমার জন্ম হয়েছিল ঝড়ের রাতে
তখন ঝড়ের সময় নয় তবুও
নির্লজ্জ প্রেত আমার জন্মকে
উজার করে নিল।

খ, শুয়ে আছি সমুদ্র পাড়ে
স্বাধীন গর্জন তার অন্ধকারে
ভেসে ভেসে আসে
নিবিড় সহিষ্ণু ঢেউ
ছুঁয়ে যায় অস্পষ্ট আবেগে।
এভাবে শুয়ে শুয়ে
কেটে যাবে আগামী বছরগুলো
ভুলে যাই অতীতের বাণী
সমুদ্র আমার জন্ম প্রতিধ্বনি।

জলাশয়ে পতিতার লাশ

ক্রিসেন্ট রাত্রি নেমেছে দু'উরুর মাঝে
শিল্পটিল্প এখন আর ধারে কাছে নেই।
কাকচক্ষু কালো পেটে প্রচণ্ড ঘৃণায় লালিত
মানুষের ভ্রুণ এক দাঁড়িয়ে গেটে।
পতিতার জেগে ওঠা দ্বীপখানি শুয়েছিল
পুরুষ বণিকের পাশে
নগ্ন তৃষ্ণা কুঁকড়ে আসে শরীরের ভাঁজে
ব্রোঞ্জের স্তনযুগল ছায়া ফেলে
বহুবার মরণকে এনেছে ডেকে
নাভিমূলে নিরুঙ্কুশ শিহরণ
একদল রাজহংসী হয়ে নির্ঘুম নিশীথে
সিন্দুক খুলে বেরিয়ে আসে
কয়েদি পালিয়ে যায় জৈবিক তাড়নায়

বহুরাতে পড়শিদের তেজি কুকুর ডাকে
আমাদের কোন নিজস্ব কুকুর নাই।

শোকশয্যার গান

কেন বোঝ নাই প্রণয়ের লীলাখেলা
অপার সোহাগে কেন বোঝ নাই
প্রেমিকের অবহেলা।
এই যে নদী জলের নদী
তার গান কতদূর
বর্ষা শেষের শান্ত সকাল
আসা যাওয়া বহুদূর
কেন বোঝ নাই সময়ের স্রোত
পাহাড় গড়ানো ঝোঁকে
কেন বোঝ নাই শতদল কত
জল ছুঁয়ে গেছে জলে।

বয়ান করেছ শয়ন শয্যা
একশ শোকের ঘর
চারদিকে ফের বাতাস বইয়ে
উঠেছে শতেক ঝড়
কেন বোঝ নাই দিন তো ফুরাল
দিনের স্তব্ধ পিঠে
কেন বোঝ নাই সীমাহীন ব্যথা
জমা হলো দিনে দিনে।

এই যে জীবন আধেক জীবন
যাবে কোন প্রিয়লোকে
তার চেয়ে যাক রিক্ত দুহাত
জড়ায় লক্ষ শোকে।

তুমি হাসো তুমি কথা কও

নদীর শব্দ হতে
পাথরের শব্দ বহুদূরে
উজান ভাটিতে ছুড়ি
যুগল পাথরের নুড়ি
যে যার মতো ডুবে যায়,
বিভূঁই নিঝুম তলদেশে
জোয়ারের নৈবেদ্য ছায়
খণ্ডিত শব্দের বহর।

নির্ঝরের কানে কানে
কার যেন কথা ছিল
মাথাকূটে মরবার আগে
টুকরো পাথরের সারি
একটু বুকে চেপে
একটু হেসে হেসে
দেখেছিল এই বুক
নদী আর পাথরের ঢল।

রোগ

সেদিন থাকে না আপন
কুড়ালের একঘায়ে
খণ্ডিত পানপাতা সুখ।
করেছ বেশ তারে
ছিঁড়ে ফেলে
হাতখানি জড়িয়েছ
অপাপ যোগে
এখন তো আমি শুধু
অবৈধ শোকে
ফিরে যাই,
ফিরে যাই পাপবিদ্ধ আঙ্গিনায়
একটি বৃক্ষ হতে।

পূর্বসূরি

একদিন ঝড় উঠলে ঘরে ফিরে যেও
আমি তো বাইরেই রবো, বাইরের মানুষ
ঘর মানুষকে আশ্রয় দেয়, আমাকে নয়
ধুলোর মাঝে চোখ যাবে, নিঃশ্বাস আটকাবে
ঝড় আমাকে আপন ভেবে জড়াবে
ওর বুকের শব্দ শুনাবে ... ...

ঝড় এলে ঘরে ফিরে যেও
আমার এমন কিছু নেই যে নিরাপত্তায় যাব
তচনচ খেলায় মেতে এ-জীবন পোহাবে
আমার তো নিজ হাতে কিছুই গড়া হবে না
হবে না, হবে না, হবে না কেবল
ঝড় আমায় সৃষ্টি করে কেবলি ভাঙ্গে।

ঘরের বাইরে দেখ ঝড় বয়
ঘরের ভেতরে কি তার বেশি নয়?
তবে আর ভেতরে কেন বাইরে এসো
ভয় পেলে ঘরে ফিরে যেও নাহয়।
ঝড়-শব্দে কাঁধ দুলিয়ে আমি তখন
খুব হাসব, খুব হেসে জানিয়ে যাব
আমি তো ঝড়ের বড়ো, ঝড়ের পূর্বসূরি।

অভাব আলোর দেহে

মানুষের বসন্ত মরে যায়, ধর্ম মরে যায়
তবু মানুষ বেঁচে থাকে
বেঁচে থাকে কোন অহংকারে আমার জানা নেই।
আমার ভেতরে একটা সমুদ্র ছিল
গান ছিল, রূপ ছিল, পাখি ছিল
আমার সে-সব দিনে ঘুম ছিল
এখন কি নেই?
এখন নেই।
বৃক্ষের গাঢ় পাতায় নীরব অহংকার
সেরকম কি কিছু মানুষ ধরেছে এতকাল!

ভ্রমণে সুখ নেই, পথে পথে রোদ
বৃষ্টিজলের চিরস্রোত
বয়ে চলে দেহের মধ্যে কোন দেহে,
উদয়াস্ত ফসল কেটে মরে গেছি
কতটুকু তার পেয়েছি আস্বাদ!
পথের ধারে যেমন থাকে না সবাই
মানুষও তেমনি ফসলহীন বেঁচে থাকে
পৃথিবীর সায়াহ্নে সকালে।

কত কী চাইবার ছিল, চাইবার আছে
সব তো গেল না পাওয়া জ্বলন্ত পৃথিবীতে
নারীরা প্রেম দিল, শিশুরা সুখ দিল
তবু জল এলো না পোড়া চোখে
বসন্ত মরে যায় বসন্ত বাহারের আগে ভাগে।

ধুয়ে যাচ্ছে মুছে যাচ্ছে

একবার শুধু দেখা হয়েছিল ট্রেনজানালায়
তারপর সব
ধুলোর মতো উড়ে যাওয়া
বালুর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া।
ঘুমন্ত মুখ চোখের উপর তুলে ধরে
হাত গুটানো পা ছড়ানো ভঙ্গিমাতে
কী অসহায় কাঁদছে বালক রাতের মাঝে।
ফুলদানী সব উল্টানো তাই
উল্টানো তাই বই-খাতা-ঘর।
ফুল ছড়ানো রেললাইনে
আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে
মুছে যাচ্ছে আস্তে আস্তে
আস্তে
আস্তে
আস্তে
আস্তে
মুছে
যাচ্ছে
মুছে
যাচ্ছে .....

ট্রেনজানালার সেই চেনা মুখ
সংগোপনে অতিধীরে
ধুয়ে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে,
একবার শুধু দেখা হয়েছিল ট্রেনজানালায়
তারপর সব
ধুলোর মতো উড়ে যাওয়া
বালুর মধ্যে হারিয়ে যাওয়া শেষে।

দত্তক সন্তান

অবলীলায় বলে দিতে পারি
আমি বর্তমানের দত্তক সন্তান
অতীত আমার পূর্বপুরুষ নয়
আমি কারো নই-
না অতীতের না বর্তমানের
তবে কার?

আমার চোখ খুব একটা
সামনের দিকে নয়
তাই ঝুলে থাকে না।
মরে যাওয়া মানুষের
আত্মার সাথে কথা বলি
অতীতের ঘ্রাণ নিয়ে
তাদের কাউকেই আমার
আপন মনে হয় না।

তবে কি কুড়িয়ে পাওয়া
হয়তোবা লক্ষ যুগের
সেই ভালো
ফেলে আসা কারো নই
চলমান কারো নই
আমি কেবল অসময়ের
একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি
পুড়িয়ে দিয়ে যাব
সময়ের সব জারিজুরি।

অংশ বিশেষ

না বলেই তো যাবার কথা ছিল
তবে বলতে এলে কেন?
এই যে আমি অংশ বিশেষ
তোমার কথা রাখছি না
তোমার দিকেও ধাইছি না
এই যে আমি অংশ বিশেষ
টুকরো টুকরো কাচের মতন
আর তো জোড়া লাগছি না।
দুলছি আপন নেশার ঘোরে
ভেসে যাবার ইচ্ছে এখন
জলের তোড়ে
অংশ বিশেষ হচ্ছি আরো
অংশ বিশেষ।
সম্পূর্ণ ভাসছি না
ডুবছিও না পুরোপুরি
আমি এখন অংশ বিশেষ
ধীরে ধীরে রেগে যাচ্ছি।

আমায় কোন প্রয়োজন নেই
বলে যাবার
আমায় কোন প্রয়োজন নেই
ধরে রাখার।

গতকাল স্বপ্নে

মনে পড়ছে বুকের কথা
আমলকী বন মুনিয়া পাখির ডাক
সবকিছু একে একে
শুধু একটি মুখ কেন মনে পড়ে না।

যাবার বেলা চমকে পিছন ফিরে চেয়েছিল
কিছু কি বলেছিল?
কিছু কি বলেনি সে!
এই বুকে হাত রেখে বুঝেনি কি
আমিও হাসতে জানি কাঁদবার বদলে
জানেনি কি আমিও ছিঁড়তে জানি
গ্রথিত করে রাখা পুষ্পের বিন্যাস।

কেউ তবু বলবে না কোন কথা
মাটির অতল হতে তুলে নেই
সঞ্চিত ফসলের উৎসব
ফসলের ঘ্রাণে তবু মনে পড়ে না সে-মুখ
এত কি ভুলো মন
এতই কি বেভুল হয়েছে স্মৃতি?
ফুলের সুগন্ধ, ফসলের ঘ্রাণ
আমলকীর স্বাদ, পাখির ডাক
কোন কিছুই আর গড়তে পারে না
একটি মুখের আদল মানসপটে।
তবু বুক মনে পড়ে
কাঁচা চোখে চেয়ে থাকা
আনকোরা হাসি সবকিছু,
কারো বিশ্বাস হবে কি
আমি তবু তাকেই গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি।

বিব্রত বসত

এইখানে ছিল ঘর, পোড়া গন্ধে তার
চিহ্ন এখন ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে,
কাঁপে বেহেড মাতালের মতো ক্ষয়িষ্ণু পাড়।
ভেঙ্গেছে সাধ-সাধ্যের অতীত কোন স্বপ্ন
টুকরো টুকরো হয়ে অট্টহাসি যেন
বাতাসে ছড়ায় তার নোনাজাল।

এতটুকু সংসারে পুড়ছে বুকের হাসি
সকাল হতে সন্ধ্যে পর্যন্ত
এর পরেও রয়ে যায় ভস্ম কিছু
কিছু ক্রুদ্ধশ্বাসের অবশিষ্ট জের।
হাওয়ায় মেতেছে ছাইয়ের গন্ধ
পোড়া ঘরের যাবতীয় দগ্ধ বিলাস।

পাষাণ ভিটায় এখন গড়াগড়ি খায়
দু'কূল ছাপানো কোন শোকার্ত নদীর দেহ
লাশ তার বয়ে গেছে বানের জলে,
জলের উচ্ছ্বাস নিয়ে ভেসে গেছে
চোখ তার শতাব্দীর অতন্দ্র কোলে।

পাতার মতো

অর্থহীন এই বোঝা বয়ে বয়ে
ক্ষয় হয়ে যাই
এখন হলুদ পাতা ঝরার দিন
তুমিও আসবে জানি
পাতা কুড়াতে
নিঃশ্বাসের সঙ্গে পাবে
পুরানো ধুলো
যে যার মতো করে
শব্দ তোলে বুকে
তুমিও কুড়াবে পাতা
মৃদু ঝুঁকে ঝুঁকে
পাতার হলুদ রঙ
ফিকে হয়ে আসে
বনভূমির মাঝে হেঁটে
পাতা ভাঙ্গার সুরে সুরে
আমায় কি মনে পড়ে না
আমায় কি মনে পড়ে না!

পথ ও পাথরের গল্প

তোমার চিহ্ন আঁকা
ওই নোয়া পথ
তোমার স্পর্শ মাখা
এই ইমারত
ভেঙ্গে পড়ে
ধসে পড়ে
অনাসক্ত একমুঠো জলরেখা নিয়ে।
আঙ্গুল তুলে কেউ দেখিয়ে গেল
প্রাচীন মাটিতে গড়া প্রয়াত ফলক,
বলে গেল-
পাথরের জন্ম থেকে
হালকা ধুলো উড়ে
পথের ধুলো বাড়ে অকারণ পথে।
চেয়ে দেখ,
জল বাড়ে জল কমে
মানুষের প্রকৃতির ভেতর
ডুবছে ভাসছে তাতে
অজ্ঞাত অখ্যাত শতেক পাথর।

ঐতিহ্য জপ

উশকোখুশকো লণ্ডভণ্ড সময়ের সাক্ষী তুমি
তুমি কি ভালো আছো
নিমপাতার হিমশীতল সতী?
তোমার ভেতরে কেউ কড়াঘাত করলে
চমকে আঁকড়ে ধ'র দেয়ালের ছবি
তুমি কি ভালো আছো সতী?

কী ভীষণ অবরুদ্ধ একাকী সাধন-
প্রাঙ্গনের সমস্ত পাখি উড়ে যায়
তুমি কেবল বসে থাক
বনমালির নির্জন বাগান বাড়িটাকে
আগলে ধরে।
তোমার শরীর ভালো নেই তবু তুমি
ভৈরবী ছড়াও এই নির্জন গৃহে
প্রতিসন্ধ্যায় বাতি জ্বাল
উঠান ঝাঁট দাও ঝুঁকে ঝুঁকে,
লালসানের মেঝেতে আলপনা আঁক
মসৃণ মায়াবী হাতে পার্বণের দিনে।
তোমার কোন নিজস্ব উৎসব নেই
আছে শুধু ক্ষয়ে যাওয়া একক স্মৃতি

তুমি কি ভালো আছো সতী?

কোথায় আছি কেমন আছি

আমি কেমন অন্যরকম
আলোয় বোনা চোখের বালি
আমি কেমন অবাক করা
যাচ্ছেতাই এক ঘোর বয়াতি।
মুখের জবান বুকে করে
হাতরে ফিরি
হিঁচড়ে চলি ভিড়ের মাঝে,
ভাঙ্গা কাচে ছিঁড়ে ফেলি
বুকের বাঁধন।
আমি কেমন অন্যরকম
স্মৃতির মাঝে
তিন চারটি ছায়া দেখি
তিন চারটি ছায়ার মানুষ
স্মৃতির মানুষ
আমার মধ্যে কেমন করে
ঘুরেই চলে,
খুঁড়ে ফেলি আপন রাতি
ধরে রাখি বুকের কাছে
একটি অঘোর পাথর বাটি।
আমি কেমন অন্যরকম
স্বপ্ন দেখি অন্যগ্রহের,
চোখে চোখে চেয়ে থেকে
চেঁচিয়ে উঠি স্মৃতির ঘোরে
পাখপাখালি জাগার আগেই
জেগে উঠি,
আঁচল ছিঁড়ে
হামাগুড়ি দিতে থাকি,
আমি কেমন অন্যরকম
অনাহারী।

আমার অগ্নি আমার জল

কবিতা তো আমার
স্যাঁতসেঁতে জীবনের ঘুলঘুলি দিয়ে
ঢুকে পড়া একটানা রোদ

সহস্র টুকরো করা
কাফনের কাপড়

এর চেয়ে বেশি নয় তবু
এর চেয়ে বেশি কিছু

অগ্নি এবং জল।

হাতের তালুতে রূপালি জীবন

সান্তিয়াগো, ক্যারিবিয়ান সাগরের
সেই বিশাল মাছটাই কি জীবন?
যে তোমায় নিয়েছিল শুদ্ধতম
মৃত্যুর কাছাকাছি, বিপন্ন নির্জন
নোনাজলের জোয়ার ভাটায়!

তোমার গলার স্বর কাঁপে, কাঁপে
দীর্ঘরাতের হাভানা উপকূল
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের
জন্মের ইতিহাস। অসহজ-কঠিন
অপরাজিত-ধ্বংসহীন।

সমুদ্র চিরদিন মানুষের বুকের
বড়ো কাছাকাছি। কিন্তু সেখানে সে
পুরোপুরি হারায় না কোনদিন।
খড়ের টুপির মতো নিজেকে ভাসিয়ে
রাখে- খুব ধীরে নীল গভীরতায়।

নীল সমুদ্রের গভীর মিহিন কুয়াশায়
দাঁড় টেনে চলে যায় জীবন নামের
অহংকার। আর তাই অবশ হাতগুলো
ট্রাউজারে ঘষে ঘষে সজীব করতে হয়
সোনালি রোদের তাপে।

জীবনের কড়া পড়া অবসন্ন কাঁধের
উপর দিয়ে আলোকমালার দোলা-
আবছা করা আসন্ন ভবিষ্যৎ দেখা যায়,
দেখা যায় মানুষের উপকূল
দোদুল্যমান মায়াময় পৃথিবীর সীমা।

ক্যারিবিয়ান সাগরের নোনা ঘ্রাণ
বুক ভরে টেনে নিয়ে দক্ষ দু'হাতে
বৈঠাহীন বসে আছে সান্তিয়াগো।
জীর্ণ নৌকায় করে পৃথিবীর প্রভাতি
আলো ছোঁবে রাত্রির নীরবতায়।

xxxxxxxxxxxxx